তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪

**বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ই-পোস্টার প্রকাশিত**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন উপলক্ষে তিনটি বিশেষ ডিজাইনের ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। পোস্টারগুলোর পৃথক তিনটি শিরোনাম হলো : ‘১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস : মুক্ত স্বদেশে বিজয়ের মহানায়ক’, '10 JANUARY HOMECOMING DAY OF BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN THE PEOPLE’S HERO' এবং ‘১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জাতির শ্রদ্ধা।’

 প্রকাশিত ই-পোস্টারগুলো ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট, অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

নাসরীন/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩

**প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল দক্ষতা থাকতে হবে**

 **-- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, প্রযুক্তির আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে তৈরি করতে না পারলে টিকে থাকা কঠিন হবে। এই জন্য প্রত্যেকের ডিজিটাল দক্ষতা থাকতেই হবে। তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, যন্ত্র বা প্রযুক্তি দুটি জায়গা দখল করতে পারবে না । এর একটি মেধা এবং অপরটি হচ্ছে সৃজনশীলতা। বেসিক ডিজিটাল দক্ষতা থাকলে প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ দূর করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ওয়েবিনারে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত ‘এন্টারপ্রিনিয়ার্স ডায়রি’ শীর্ষক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রকৃত পরিবেশ, সঠিক দিকনির্দেশনা ও উপযুক্ত সহায়তা প্রদান খুবই প্রয়োজন। এসবের পাশাপাশি তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে হবে। এতে তাদের ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।

 প্রাথমিক স্তরে ডিজিটাল শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত মোস্তাফা জব্বার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় অতীতের শত শত বছরের পশ্চাদপদতা অতিক্রম করে বাংলাদেশের অগ্রগতির বিভিন্ন সূচক তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের বিস্ময়কর অগ্রগতি বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে বাংলাদেশ পৃথিবীর অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের ৮০টি দেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মোবাইল দেশের মোট চাহিদার শতকরা ৫২ শতাংশ পূরণ করছে। নাইজেরিয়া, নেপাল ও আমেরিকায় বাংলাদেশ কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন রপ্তানি করছে। তিনি বলেন, করোনাকালে দেশের সত্তরভাগ রোগী ঘরে বসে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে চিকিৎসা নিচ্ছে, ডিজিটাল কমার্স চারগুণ বেড়েছে। প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে ইন্টারনেটে শিশুরা পড়ালেখা করার সুযোগ পাচ্ছে যা আগে কখনো কল্পনাও করা যায়নি বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 অনুষ্ঠানে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি‘র উপাচার্য প্রফেসর ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান এবং অধ্যাপক সাদিয়া আহমেদ বক্তৃতা করেন।

 #

শেফায়েত/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২২

**সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ব্যাপকতা বৃদ্ধি জঙ্গিবাদ-মৌলবাদকে রুখতে সহায়ক হবে**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

 আজ রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে ডিরেক্টরস গিল্ডের দ্বিবার্ষিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ জঙ্গিবাদ-মৌলবাদ রুখতে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ব্যাপকতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

 মন্ত্রী বলেন, সরকার দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের আত্মিক উন্নয়ন ঘটাতে চায়, কারণ উন্নত জাতি গঠনে এর বিকল্প নেই। তিনি এ সময় নাটক, চলচ্চিত্রসহ সংস্কৃতির সকল অঙ্গনে দেশের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে লালনে যত্নবান থাকতে সৃষ্টিশীলদের প্রতি আহ্বান জানান।

 ডিরেক্টরস গিল্ডের সভাপতি সালাহউদ্দীন লাভলু'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এস এ হক অলীকের সঞ্চালনায় সভায় নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, ম হামিদ, অভিনয় শিল্পী সংঘের সভাপতি শহীদুজ্জামান সেলিম, চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২১

**রক্তার্জিত স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় ১০ জানুয়ারি**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পায় দেশের রক্তার্জিত স্বাধীনতা।'

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আওয়ামী হকার্স লীগ আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

 বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস স্মরণে মন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। সেই প্রচন্ড উচ্ছ্বাসের মধ্যেও বাঙালির মনের গভীরে একটি কালো দাগ ছিল- বঙ্গবন্ধু কখন আসবেন। দেশের রক্তার্জিত স্বাধীনতা সেদিনই পূর্ণতা পেয়েছিল, যেদিন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে পদার্পণ করেন।'

 'বঙ্গবন্ধু মুজিব হাজার বছরের ঘুমন্ত বাঙালিকে স্লোগান শিখিয়েছিলেন- বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা' ; আর সেই স্লোগানে উদ্দীপ্ত লাখ লাখ বাঙালি বুকের তাজা রক্ত ঢেলে সেই রক্তিম স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল' বলেন মন্ত্রী।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, '১০ জানুয়ারি দেশের মাটিতে পদার্পণ করে বঙ্গবন্ধু পরিবারের কাছে যাননি, বিমানবন্দর থেকে ছুটে গেছেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আনন্দাশ্রুসজল নয়নে জাতির পিতাকে এক পলক দেখার জন্য উন্মুখ লাখ লাখ মানুষের কাছে। সেই আনন্দে বিহবল জনতার সমুদ্রকে তিনি বলেছিলেন- দেশের মানুষেরা দেশকে স্বাধীন করেছে, তাকে মুক্ত করে এনেছে, তাদের রক্তের ঋণ তিনি বুকের রক্ত দিয়ে শোধ করতে প্রস্তুত। সেদিন কেউ ভাবেনি পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট তাকে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হবে।'

 দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ৭ দশমিক ৪ শতাংশের রেকর্ড বঙ্গবন্ধু করে গিয়েছিলেন, চল্লিশ বছর পরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতি তা অতিক্রম করতে পেরেছে, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

 এ সময় আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার যুগপূর্তিতে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বিষয়ে বিএনপিনেতা রিজভী আহমেদের মন্তব্যের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'অন্ধ ও বধিরের মতো সমালোচনা না করে বিএনপিকে অনুরোধ করবো আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও জাতিসংঘের পরিসংখ্যানগুলোতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতির চিত্রের দিকে তাকাতে।'

 আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি অনলাইনে এবং ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আবু আহমেদ মান্নাফী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন। হকার্স লীগের সাবেক সভাপতি এস এম জাকারিয়া হানিফের সভাপতিত্বে সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ জাহেদ আলী সভাটি সঞ্চালনা করেন।

#

আকরাম/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২০

**বেগম জাকিয়া সুলতানা বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

 আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে সংযুক্ত অতিরিক্ত সচিব বেগম জাকিয়া সুলতানাকে বিদ্যুৎ বিভাগের বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (সচিব) পদে পদোন্নতিপূর্বক নিয়োগ করা হয়েছে।

 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ অধিশাখা প্রেরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

#

লতিফ/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৯

**গণমাধ্যম হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রধান সহায়ক**

 **---প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি):

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, গণমাধ্যম হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রধান সহায়ক, আর সাংবাদিকগণ হচ্ছেন জাতির জাগ্রত বিবেক ও সমাজের দর্পণ। সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকতা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনে উল্লেখ করে তিনি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে কাজ করতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রামের রৌমারী প্রেসক্লাবের ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায়  প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রেসক্লাব গণতন্ত্র ও সহিষ্ণুতার আধার। অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল সব চেতনার ধারক প্রেসক্লাব এক বিশ্বাসের নাম, আস্থার প্রতীক। সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত সংবাদকর্মীরা তারই অংশ।

 রৌমারী প্রেসক্লাব সভাপতি সুজাউল ইসলাম সুজার সভাপতিত্বে আলোচনা  সভায় বক্তব্য রাখেন রৌমারী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান,  উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোজাফ্ফর হোসেন, রৌমারী প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা সরকার নুরুল ইসলাম, কাইউম আজাদ বাবুল, রৌমারী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জিতেন চন্দ্র দাস ও মাসিক উত্তর চিত্র পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাজু আহমেদ।

    পরে প্রতিমন্ত্রী কেক কেটে রৌমারী প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

     #

রবীন্দ্রনাথ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৮

**বান্দরবান বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মাঝে**

**অনুদানের চেক বিতরণ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি):

 বান্দরবান বাজারে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

 আজ বান্দরবান বাজারের চৌধুরী মার্কেট প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে বিতরণকৃত এই অনুদানের চেক বিতরণ করেন পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

 বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, অগ্নিকাণ্ড যাতে না ঘটে তার জন্য নিজ বাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুতের তার পরীক্ষা করে রাখা এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এসময় পার্বত্যমন্ত্রী আরো বলেন, সকল জনসাধারণকে আরো সচেতন হতে হবে আর এতে আমাদের জীবন ও মালের রক্ষা করা সম্ভব হবে।

 ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণকালে এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ তৌছিফ আহমেদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কাজল কান্তি দাশ, মোজাম্মেল হক বাহাদুর, পৌরসভার প্যানেল মেয়র দিলীপ বড়ুয়া, বান্দরবান হোটেল মোটেল মালিক সমিতির সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মাস্টারসহ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

 এসময় গত ২৪ ডিসেম্বর বান্দরবান বাজারের কেএস প্রু মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ১৩টি দোকানের মালিককে ২৫ হাজার টাকা করে মোট ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা অনুদানের চেক প্রদান করেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

#

নাছির/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৭

**উন্নয়নের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য**

 **-- তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

সরিষাবাড়ি (জামালপুর), ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, উন্নয়নের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। সরকার দেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। সরকারের নিরন্তর প্রয়াসের ফলে সমগ্র বাংলাদেশ ইতোমধ্যে একটি উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় চলে এসেছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সরিষাবাড়ির জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে দিঘপাইত-সরিষাবাড়ি- তারাকান্দি হয়ে টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন কাজের উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ৩৭৬ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে এ কাজ শেষ হলে উত্তরবঙ্গের সাথে জামালপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

 এ সময় উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহবুবুর/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬

**দেশকে উন্নত করতে সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি**

**বেসরকারি শিল্প খাতকেও এগিয়ে নিতে হবে**

 **---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

রংপুর, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি):

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, দেশকে উন্নত করতে হলে সরকারি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারি শিল্প খাতকেও এগিয়ে নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে বহু শিল্প স্থাপনের সুযোগ দিয়েছেন। কোভিডকালে পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে তৃণমূল পর্যায়ের খামারিরা যাতে বিপন্ন অবস্থায় না পড়ে, তারা যাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেজন্য তাদের প্রণোদনা, নগদ সহায়তা দেয়াসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

 আজ রংপুরের বদরগঞ্জে বেসরকারি এগ্রো বেইজড প্রতিষ্ঠান ইয়ন গ্রুপের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হাইটেক ডেইরি ফার্ম এবং 'বাকারা' পাস্তুরিত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ইয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও মোমিন উদ দৌলার সভাপতিত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

 এসময় মন্ত্রী বলেন, খাবারের একটা বড় অংশের যোগান দেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। এ খাতে ইয়ন গ্রুপের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এক্ষেত্রে সকল প্রকার সহায়তা তাদের দেয়া হবে। করোনাকালে বিদেশ থেকে মৎস্য ও প্রাণী খাদ্য আনার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিলো। মন্ত্রণালয় থেকে উদ্যোগ নিয়ে খাদ্য সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে সম্পৃক্তদের চরম বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়তে হয়নি। এমনকি এ খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য উৎসে কর বাদ দেয়া হয়েছে। এটা এ খাতকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

 পরে মন্ত্রী রংপুর বিভাগে কর্মরত প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য বিভাগের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন ও বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

#

ইফতেখার/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৫

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২ হাজার ৫২৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৬৯২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ২১ হাজার ৩৮২ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ২২জন-সহ এ পর্যন্ত ৭ হাজার ৭৫৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৬৪ জন।

#

দলিল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৪

**প্রধানমন্ত্রীর সাবেক ব্যক্তিগত গাড়িচালকের মৃত্যুতে নৌপ্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি):

 বাংলাদেশ আওয়ামী মটর চালক লীগ-এর সহ-সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক ব্যক্তিগত গাড়িচালক শাহজাহান মোল্লার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

 প্রতিমন্ত্রী আজ শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

জাহাঙ্গীর/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩

**সময়মতো প্রণোদনার কারণেই অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে**

 **-- শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি):

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেছেন, সময়মতো করোনা প্রণোদনা ঘোষণার কারণেই অর্থনীতির সকলখাত ইতিমধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর হাজী আলী হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গরীব ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণকালে এসব কথা বলেন।

 গরীব অসহায়দের সহায়তা করা সমাজের বিত্তবানদের নৈতিক দায়িত্ব উল্লেখ করে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, সমাজের বিত্তবানদের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শীতার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, সমাজের প্রতি দায়িত্বপালনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

 অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষ হতে তার নির্বাচনি এলাকার ৫০০ গরীব ও অসহায়কে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১৫৪০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি):

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতায় গতকালের কুইজে স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজন হলেন: চুয়াডাঙ্গার মোঃ চয়ন আলী, ঢাকার বংশালের হেদায়েত হোসেন, পটুয়াখালীর মোঃ মনিরুল ইসলাম, পঞ্চগড়ের মোঃ নুরুল হাসান সুমন ও পাবনার ফরিদ হাসান।

 গতকালের কুইজে ৭৫ হাজার ৭১৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

 স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৬৫০ ঘন্টা

Handout Number: 111

**Prime Minister's Message on the Homecoming Day of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January:

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the Homecoming Day of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman:

 “The legendary comet in the history of Bengali liberation struggle, the greatest Bangali of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman returned home on this day in 1972 after being freed from captivity in Pakistan’s Prison. In absence of this great leader, there was an imperfection in the ecstasy and excitement of the final victory over the liberation war, Just as his assumption to the stewardship in the reconstruction of the newly independent war-ravaged country was much awaited in the universal perception. So, on January 10, the people of Bangladesh felt the true taste of ultimate victory when they got back their beloved leader.

 The Father of the Nation struggled for 24 long years to unfetter the Bengali nation from the shackles of subjugation. He led on all fronts from the language movement to the war of freedom. Endured prison-torture, always made far-sighted decisions and organized the party well beyond personal interests. Bangladesh Awami League won an absolute majority in the 1970 elections under his leadership. He became the undisputed leader of Bengal. But the Pakistani military Junta ignored the verdict of the pepole and started a farce. Unarmed people of Bengal were shot and killed indiscriminately. To achieve the ultimate independence, Father of the Nation declared in a crowd of a million at the 'Race Course Maidan' on March 7, 1971, '........turn every house into fortress.....The struggle this time is a struggle for emancipation. The struggle this time is a sturggle for independence'. The Pakistani occupation forces launched a brutal killing mission on the innocent Bengalis in the deep dark of the 25th March in 1971. Bangabandhu proclaimed the Independence of Bangladesh in the first hour of the 26th of March.

 Soon after the declaration of independence, the Pakistani forces arrested the Father of the Nation and sent him to a solitary prioson in Pakistan, where he was subjected to inhuman torture. He rejoiced in the spirit of Begalis while counting the moments of execution as a convict in the ridiculous trial. He was the flame of life to the freedom fighters. Under his unwavering leadership, the Bengali nation fought to the death and snatched victory. The defeated Pakistani rulers were compelled to free Bangabandhu in the early hours of January 8, 1972. He landed in London at 0636hrs on the same day. There he immediately agreed to accept Bangladesh’s membership to the Commonwealth at the proposal of its Secretary-General, met the British Prime Minnister, and held a press conference. The Father of the Nantion kissed the ground of Bangladesh on January 10, 1972, at 1340hrs with a short break in Delhi in the morning. In a speech to an ocean of crowd at the Race Course that day, he described the brutal torture of the Pakistani military junta and called on the United Nations to bring the Pakistani army to justice for committing heinous crimes and genocide during the Great War of Liberation.

 On 12 January 1972, the Father of the Nation assumed as the Prime Minister and deployed all efforts to rebuild war-torn Bangladesh. Due to his strong move, the Indian allied forces left Bangladesh on 15 March 1972. On 14 December 1972, he signed the first constitution of Bangladesh. In response to his call, various international organizations and friendly countries, including the United Nations, quickly recongnized Bangladesh. Under the charismatic leadership of Bangabandhu, Bangladesh was uplifted as a prominent country in the world within a very short time and emerged as a least developed country in just three and a half years from a mass of war-devastation.

 On 15 August 1975, the anti-independence and war criminal faction brutally killed the Father of the Nation including his family members and introduced the politics of killing, coup and conspiracy in this country. They obstructed the way for the trial of Bangabandhu’s assassination by issuing an indemnity ordinance on September 26, 1975. The Mostaq-Zia gang rewarded the killers with diplomatic status in Bangladesh embassies and also established them politically. Ruined democracy by declaring Martial Law. Distorted the glorious history of our independence. Defaced the constitution and chocked press freedom. The BNP-Jamaat government continued the trend.

Please Turn Over

-2-

 After 21 years of a long struggle and many sacrifices, Bangladesh Awami League formed the government in 1996. On 12 November of the same year, the Parliament passed the `Indemnity Ordinance Repeal Act, 1996’. Through this, all obstacles to the trial of Bangabandhu's assassination were removed. We won a landslide victory in the 2008 election by declaring a 'charter of change' in our manifesto and also were elected by popular vote three times in a row. We have executed the verdict of the murderers of the Father of the Nation. We have tried war criminals through the establishment of the lnternational Criminal Tribunal. We have ensured the right of the people to vote through the fifteenth amendment to the constitution, thus stopped the illegal seizure of power.

 In the last twelve years, we have made unprecedented progress in all indicators of development. We are ranked among the top 5 countries in the world in terms of economic growth. We have brought the poverty rate below 20.5 percent. We have raised the per capita income to 2,064 US dollars. The average life expectancy of our people is now 72.6 years. We are providing electricity facility to 99 percent of people. With the installation of all the spans of the Padma Bridge, the two banks of one of the fastest flowing rivers in the world are now connected Construction of metro rail and expressways in the capital and tunnels under the Karnaphuli River is progressing rapidly. We have modernized the road, rail and air connectivity. The benefits of digital Bangladesh are at the doorsteps today. The number of internet users has exceeded 11crores. We have created immense employment opportunities based on information technology. We have established sovereignty over the vast maritime zone of the Bay of Bengal. The door is now open for the blue-economy. With the successful implementation of the first `Bangladesh Perspective Plan', the achievement of Vision-2021 is almost over. In the Mujib year, we have promised that no one will be left homeless. We will extend all the facilities of the city to remote rural areas. We are working on the principle of `Zero Tolerance' to eradicate militancy, terrorism and drugs. we have formulated the Second perspective plan to achieve the 'Sustainable Development Goals' by 2030 and to build a developed and prosperous Bangladesh free from hunger and poverty by 2041. We have adopted a master plan called `Bangladesh Delta plan 2100.

 To celebrate the birth centenary of the Father of the Nation with due dignity, we have declared the year 2020-2021 as the 'Mujib Year'. We will celebrate the golden jubilee of independence on 26 March 2021. However, in the meantime, the hostile COVID-19 coronavirus has spread like a pandemic in the world. Keeping the pre-scheduled plan digitally limited, we have started fights for life intending to get rid of this superbug. I have given 31point instructions, appointed doctors-nurses-technicians for tackling the situation. To stand by the poor and helpless people, to keep the wheels of the economy in motion, and to continue the development works on the track, we have disbursed incentives amounting to TK. 1 lakh 21 thousand 353 crores under 21 packages. Despite the corona pandemic, we have achieved 5.24 percent GDP growth.

 On this auspicious occasion of the Father of the Nation's Home-Return Day, let us pledge that we will uphold the spirit of our liberation achieved at the cost of the life of 3 million martyrs and honor of 200,000 abused mothers and sisters, even in exchange for any further supreme sacrifices if necessary. The Father of the Nation dreamed of building a non-communal, hunger-free and prosperous Bangladesh, resisting all imminent conspiracies and inspired by the spirit of the Great Liberation War, we will fulfill that dream unitedly, Insha Allah.

 I pray for eternal peace of the departed soul of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on the occasion of his Home-Return Day.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever.”

#

Emrul/Nice/Shah Alam/Sanjib/Rezzakul/Abbas/Shamim/2021/1837 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০

**বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৫ পৌষ (৯ জানুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের এই দিনে স্বদেশপ্রত্যাবর্তন করেন। এই মহান নেতার অনুপস্থিতিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত জয়ের উল্লাস-উদ্দীপনায় অপূর্ণতা ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনই যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশপুনর্গঠনে তাঁর নেতৃত্বগ্রহণ সার্বজনীন উপলব্ধিতেও ছিল অতি প্রতীক্ষিত। তাই, ১০ই জানুয়ারি বাংলার মানুষ তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে ফিরে পেয়ে অনুভব করেছিল পরিপূর্ণ বিজয়ের স্বাদ।

 জাতির পিতা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য দীর্ঘ ২৪ বছর সংগ্রাম করেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাসংগ্রাম সকলক্ষেত্রেই তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। জেল-জুলুম সহ্য করেছেন, সবসময় দূরদর্শী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে দলকে সুসংগঠিত করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৭০ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তা জনগণের এ রায়কে উপেক্ষা করে, শুরু করে প্রহসন। বাংলার নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতির পিতা ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের এক জনসমুদ্রে ঘোষণা করেন ‘...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। ...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। পঁচিশে মার্চ কালোরাতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী বাঙালিনিধন শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ছাবিশে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

 স্বাধীনতাঘোষণা করার পরপরই পাকিস্তানি বাহিনী জাতির পিতাকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে প্রেরণ করে এবং তাঁর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতে থাকে। প্রহসনের বিচারে ফাঁসির আসামি হিসেবে মৃত্যুর প্রহর গুণতে গুণতেও তিনি বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিচল নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণপণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। একই দিন সকাল ৬টা ৩৬ মিনিটে তিনি লন্ডনে অবতরণ করেন। সেখানে কমনওয়েলথ মহাসচিবের আহ্বানে বাংলাদেশের সদস্যপদ গ্রহণে তাৎক্ষণিক সম্মতি জানান, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সংবাদসম্মেলন করেন। জাতির পিতা ১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি সকালে দিল্লীতে যাত্রা বিরতি দিয়ে দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে বাংলার মাটিতে পদার্পন করেন। ঐদিন রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে এক ভাষণে তিনি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নির্মম নির্যাতনের বর্ণনা দেন, সেই সঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা সংঘটনের দায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিচারের মুখোমুখী করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান।

 জাতির পিতা ১২ই জানুয়ারি ১৯৭২ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভারতীয় মিত্রবাহিনী ১৯৭২ সালের ১৫ই মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। তিনি ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বন্ধুদেশসমূহ দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধুর ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবং একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে মাত্র সাড়ে তিনবছরেই স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

 ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীচক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে এদেশে হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চালু করে। তারা ৭৫ এর ২৬ সেপ্টেম্বর দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধুহত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। মোস্তাক-জিয়াচক্র খুনিদের বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে কূটনৈতিকের চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে, রাজনৈতিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত করে। মার্শাল ল’ জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বিকৃত করে। সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে। বিএনপি-জামাত সরকার এ ধারা অব্যাহত রাখে।

চলমান পাতা

পাতা-২

 ২১ বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম এবং অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। একই বছর ১২ নভেম্বর ‘দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিল আইন, ১৯৯৬’ সংসদে পাশ করে। এর মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধুহত্যার বিচারের সকল বাধা দূর হয়। আমরা ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে ‘দিনবদলের সনদ’ ঘোষণা দিয়ে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করি এবং পরপর তিনদফা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হই। আমরা জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচারের রায় কার্যকর করেছি। ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুদ্ধপরাধীদের বিচার করেছি। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছি, ফলে অবৈধভাবে ক্ষমতাদখলের পথ বন্ধ হয়েছে।

 গত বারোবছরে আমরা উন্নয়নের সকল সূচকে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। অর্থনৈতিক অগ্রগতির মানদণ্ডে বিশ্বের প্রথম ৫টি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছি। আমরা দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে এনেছি। মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলার উন্নীত করেছি। এখন আমাদের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছর। ৯৯ শতাংশ মানুষকে বিদ্যুৎসুবিধা দিচ্ছি। পদ্মাসেতুর সকল স্প্যান বসানোর ফলে বিশ্বের অন্যতম খরস্রোতা নদীর দু’প্রান্ত এখন সংযুক্ত হয়েছে। রাজধানীতে মেট্রোরেল ও এক্সপ্রেসওয়ে এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ-কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সড়ক, রেল ও বিমানযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল আজ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটি ছাড়িয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করেছি। বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশিতে স্বার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। সুনীল-অর্থনীতির দ্বার এখন উন্মুক্ত। প্রথম ‘বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা’র সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ অর্জন প্রায় শেষ। মুজিববর্ষে আমরা অঙ্গীকার করেছি কেউ গৃহহীন থাকবে না। শহরের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে দেবো। আমরা জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছি। ২০৩০ সালের মধ্যে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ‘দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা’ প্রণয়ন করেছি। ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ নামে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

 জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে আমরা ২০২০-২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছি। ২৬ মার্চ ২০২১ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করবো। কিন্তু, এরই মধ্যে বৈরী কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস সারাবিশ্বে মহামারী আকারে ছড়িয়েছে। আমরা পূর্বঘোষিত পরিকল্পনা সীমিত পরিসরে ডিজিটাল-মাধ্যমে চালু রেখে এ মহামারী থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে জীবনযুদ্ধে নেমেছি। আমি ৩১ দফা নির্দেশনা দিয়েছি, ক্রান্তিকাল উত্তরণে ডাক্তার-নার্স-টেকনিশিয়ান নিয়োগ করেছি। দরিদ্র-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২১টি প্যাকেজের আওতায় ১ লাখ ২১ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছি। করোনা মহামারী পরিস্থিতিতেও আমরা ৫.২৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি।

 জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি-প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে হলেও ত্রিশলাখ শহিদ ও দু’লাখ নির্যাতিত মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখবো। জাতির পিতা যে অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সকল আশু ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কার্যকরি ভূমিকা রাখবো, ইনশাআল্লাহ।

 আমি স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/খোরশেদ/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা

Handout Number : 109

**President's Message on the Homecoming Day of Bangabandhu**

Dhaka, 9 January :

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the Homecoming Day of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman :

“Today is the historic 10 January, the Homecoming Day of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this day in 1972, Father of the Nation returned independent and sovereign Bangladesh after 9 months and 14 days of imprisonment in Pakistan jail. On this memorable day, I pay my profound homage to Father of the Nation and pray for the salvation of the departed soul. Though we achieved ultimate victory on 16 December in 1971 through armed struggle but the true essence of victory came into being upon returning home of Father of the Nation.

 The contribution of Father of the Nation to the history of struggle for our independence is unparallel. This visionary leader led the nation in every movement including the All Party State Language Movement Council in 1948, Language Movement in 1952, Jukta-Front Election in 1954, movement against Martial Law being proclaimed by Gen. Ayub Khan in 1958, Movement against Education Commission in 1962, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Election in 1970, where Awami League won landslide victory. In fact, he was the visionary leader of Bangali nation and the architect of independent Bangla. Though Awami League had won absolute majority in the General Election of 1970, the Pakistani rulers were reluctant to hand over power and therefore, the freedom loving people of the country started Non-cooperation movement under the leadership of Bangabandhu. On March 7, 1971 Bangabandhu delivered a historic speech at Race Course Maidan which was the indirect declaration of our independence. At the mammoth gathering he uttered in his thunderous voice, “The struggle this time is a struggle for emancipation. The struggle this time is a struggle for independence”. On the fateful night of March 25, 1971, the invading army of Pakistan, as part of their blueprint, committed genocide by launching ‘Operation Searchlight’ with a view to destroying Bangali. Against this backdrop, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared independence at the early hours on 26 March and called upon the countrymen to take part in the war of liberation andcontinue fighting until the final victory is achieved. Immediately after the declaration, the Pakistani Junta arrested Bangabandhu from his Dhanmondi residence of road number 32 and confined him in Pakistan jail. In absence of Bangabandhu, the liberation war was being conducted under his leadership. On December 16, 1971 the Bangali nation achieved ultimate victory.

Stepping into the soil of newly independent Bangladesh on 10 January in 1972, Bangabandhu was overwhelmed by feelings of emotion. In front of hundreds of thousands of people gathered at the then Race Course Maidan, he said, “The dream of my life has been fulfilled today. My Sonar Bangla is now a free and sovereign State”. He was sentenced to death during his imprisonment in Pakistan. But Bangabandhu was firm and steadfast in his aims. Bangabandhu told, “I will say, while going to the gallows, I am Bangali, Bangla is my country and Bangla is my language. Joy Bangla”. Such a profound love for country and people is a unique example in the world.

Please Turn Over

-2-

The anti**-**liberation forces tried to wipe out the ideal and principle of Bangabandhu and tarnish the image of sovereign Bangladesh through the assassination of Bangabandhu and his family members on August 15, 1975. But Bangabandhu and Bangladesh now emerged as a unique symbol to the people of Bangladesh. As long as Bangladesh and the Bangali exist, Bangabandhu will remain as the eternal source of our inspiration.

Under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, the illustrious daughter of Bangabandhu, Bangladesh is now moving towards the highway of development at a tremendous pace. Bangladesh is now being considered worldwide as a 'role model' for its development in various sectors including education, health, agriculture, information technology and women empowerment. I am confident that with this pace of development, Bangladesh will become a developed country by 2041, insha Allah.

The year 2021 is the epoch of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the golden jubilee of our independence. At this juncture, we have to make relentless efforts to build the golden Bangladesh as dreamt by Bangabandhu. Following the path of success in building a 'Digital Bangladesh' by 2021, we will be able to move forward with more courage and confidence on the path of building a developed Bangladesh by 2041 - this is my expectation on the Homecoming Day of Bangabandhu.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Shah Alam/Rezzakul/Shamim/2021/1548 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮

**বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস** **উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা, ২৫** পৌষ **(৯** জানুয়ারি**) :**

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিজীবনশেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আজকের এ দিনে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও জাতির পিতার স্বদেশপ্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই বিজয়ের পূর্ণতা ঘটে।

বাঙালির স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে জাতির পিতার অবদান ছিল অতুলনীয়। ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালের জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সবই হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীনবাংলার রূপকার। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতাহস্তান্তরে অনীহার কারণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মুক্তিকামী মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে প্রকারান্তরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বজ্রকণ্ঠে তাঁর উচ্চারণ, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। ২৫ মার্চ কালরাত্রে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী বাঙালিনিধনযজ্ঞের নীলনকশা ‘অপারেশন সার্চলাইট’ এর মাধ্যমে গণহত্যা শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেন। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এরপরই পাকিস্তানি জান্তারা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসা থেকে গ্রেফতার করে এবং তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সদ্য-স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, “আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র”। পাকিস্তানে বন্দিকালীন তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন তাঁর লক্ষ্যে অটল ও অবিচল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা’’। দেশ ও জনগণের প্রতি এমন অকৃত্রিম ভালোবাসার উদাহরণ বিশ্বে বিরল।

চলমান পাতা/২

-২-

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাঁর আদর্শ মুছে দিতে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে অপচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। যতদিন বাংলাদেশ ও বাঙালি থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধু সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন খাতে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ‘রোল মডেল’ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশা আল্লাহ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবাষির্কী ও আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর একটা যুগসন্ধিক্ষণ হচ্ছে ২০২১ সাল। এই যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গঠনে আমাদের নিরলস প্রয়াস চালাতে হবে। ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গঠনে সফলতার পথ ধরে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের পথে আরও সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যেতে পারবো - বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

 জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১২১৬ ঘণ্টা